তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩১

**বিদেশি নাগরিকদেরকে সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

**ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :**

 বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারত,  শ্রীলংকা, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার ও উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত ও মিশনপ্রধানগণ আজ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনের সাথে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎ করেন।

 পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাষ্ট্রদূতগণের নিকট তাঁদের নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি নাগরিকদের সবধরনের সহযোগিতা প্রদানের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেন। এ সময় ড. মোমেন বলেন, কিছু দিনের জন্য সামাজিক বিচ্ছিন্নতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি অফিস বন্ধ থাকলেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হটলাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিদেশি কূটনীতিকদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করবে।

 রাষ্ট্রদূতগণ করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকার গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপে সন্তোষ প্রকাশ করেন। সাক্ষাৎকালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাষ্ট্রদূতগণ করোনা ভাইরাস মোকবিলায় আঞ্চলিক সহযোগিতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

 এ সময় ভারতের রাষ্ট্রদূত রীভা গাঙ্গুলি বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে ৩০ হাজার সার্জিক্যাল মাস্ক ও ১৫ হাজার হেড কাভার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তর করেন।

#

তৌহিদুল/মাহমুদ/রফিকুল/রেজাউল/২০২০/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩২

**পবিত্র শাবান মাসের চাঁদ দেখা যায়নি**

**২৭ মার্চ শাবান মাস শুরু, ৯ এপ্রিল দিবাগত রাতে পবিত্র শবে বরাত**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

 বাংলাদেশের আকাশে আজ কোথাও ১৪৪১ হিজরি সনের পবিত্র শাবান মাসের চাঁদ দেখা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া যায়নি। ফলে আগামীকাল ২৬ মার্চ বৃহস্পতিবার পবিত্র রজব মাস ৩০ দিন পূর্ণ হবে। আগামী ২৭ মার্চ শুক্রবার থেকে পবিত্র শাবান মাস গণনা শুরু হবে এবং আগামী ৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে পবিত্র শবে বরাত পালিত হবে।

 আজ সন্ধ্যায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বায়তুল মুকাররমস্থ সভাকক্ষে জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) আনিস মাহমুদ।

সভায় তথ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মিজান-উল-আলম, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মু:আ:হামিদ জমাদ্দার, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সচিব কাজী নূরুল ইসলাম, বাংলাদেশ ওয়াকফ

উপ-প্রশাসক (প্রশাসন, ভারপ্রাপ্ত) এসএম হুমায়ুন কবির সরকার, উপ-প্রধান তথ্য অফিসার মুহঃ সাইফুল্লাহ, ঢাকা জেলার সিনিয়র সহকারী কমিশনার হাসান মারুফ, বাংলাদেশ মহাকাশ গবেষণা ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠানের প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার ড. মোঃ মাহমুদুর রহমান, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাওয়াবিদ ড. মোঃ আবদুল মান্নান, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম হাফেজ মাওলানা মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, চকবাজার শাহী জামে মসজিদের খতিব মাওলানা শেখ নাঈম রেজওয়ান ও লালবাগ শাহী জামে মসজিদের খতিব মুফতি মুহাম্মদ নেয়ামতুল্লাহ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

শায়লা/মাহমুদ/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২০/২০৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১৩০

**করোনা মোকাবিলায় সিটি কর্পোরেশন,**

**পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদের জন্য ৩৩ কোটি টাকা বিশেষ বরাদ্দের নির্দেশ স্থানীয় সরকার মন্ত্রীর**

ঢাকা, ২৫ মার্চ ২০২০ :

 স্থানীয় সরকার মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম করোনা সংক্রমণ মোকাবিলায় ১২টি সিটি কর্পোরেশন, ৩২৮টি পৌরসভা ও ৪৯২টি উপজেলা পরিষদের জন্য সর্বমোট ৩৩ কোটি ২ লাখ টাকা বিশেষ থোক বরাদ্দ প্রদান করেছেন।

 মন্ত্রী আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিস কক্ষে করোনা ভাইরাস রোধকল্পে আয়োজিত এক পর্যালোচনা সভায় এ সংক্রান্ত দাপ্তরিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশনা দেন। এ প্রেক্ষিতে স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত জিও জারি করা হয়।

 বর্তমানে করোনা ভাইরাস বিশ্বে মহামারী আকার ধারণ করেছে এবং বাংলাদেশেও বেশ কিছু আক্রান্ত হয়েছে। সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মোকাবিলা, মশক নিধন ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির ‘সিটি কর্পোরেশনের উন্নয়ন সহায়তা খাত’ থেকে ১৮ কোটি ৫০ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা দক্ষিণ, ঢাকা উত্তর ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জন্য ৩ কোটি করে, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের জন্য ২ কোটি করে, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের জন্য ১ কোটি করে, বরিশাল, রংপুর ও ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের জন্য ৫০ লাখ টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়।

 ৩২৮টি পৌর এলাকায় জীবাণুনাশক ও সুরক্ষা সামগ্রী (ডেটল, ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল, মাস্ক, গ্লাভস, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, সাবান প্রভৃতি) ক্রয় করার লক্ষ্যে মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের পৌরসভার জন্য বিশেষ থোক উপ-খাত হতে ৯ কোটি ৫২ লাখ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে জেলা সদরের ‘ক’ শ্রেণির ৫৩টি পৌরসভার জন্য ৫ লাখ করে অন্যান্য ‘ক’ শ্রেণির ১৩৭টি পৌরসভার জন্য ৩ লাখ করে ‘খ’ শ্রেণির ৯৯টি পৌরসভার জন্য ২ লাখ করে এবং ‘গ’ শ্রেণির ৩৯টি পৌরসভার জন্য ২ লাখ টাকা করে বরাদ্দ দেয়া হয়।

 করোনা ভাইরাসের বিস্তার রোধকল্পে ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জীবাণুনাশক, ব্লিচিং পাওডার, এ্যান্টিসেপটিক সাবান, হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, পিপিই ইত্যাদি ক্রয়) সকল উপজেলা পরিষদের অনুকূলে সাধারণ বরাদ্দ বিভাজনের ন্যায় ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের থোক বরাদ্দের আওতায় অপ্রত্যাশিত খাত (প্রাকৃতিক দুর্যোগ) বিবেচনায় মন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী মোট ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা বিশেষ থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

 এ সময় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব হেলালুদ্দীন আহমদ-সহ অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

 পর্যালোচনা সভায় আরো জানানো হয়, স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ৮টি, জেলা শহরে ৫টি এবং প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে হাত ধোয়ার স্থাপনা নির্মাণ করছে এবং ইউনিসেফের সাথে সভার প্রেক্ষিতে জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রতি জেলায় ব্লিচিং পাউডার ক্রয় বাবদ ৫০ হাজার টাকা, নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশ বাবদ ৩০ হাজার টাকা এবং সাবান ক্রয় বাবদ ২০ হাজার টাকা অর্থ্যাৎ জেলা প্রতি এক লাখ টাকা অনুদান প্রদান করেছে। গ্রামীণ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা সচল রাখার জন্য প্রতি উপজেলায় নলকূপের খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় বাবদ ৩০ হাজার টাকা, ব্লিচিং পাউডার ক্রয় বাবদ ২০ হাজার টাকা এবং সাবান ক্রয় বাবদ পাঁচ হাজার টাকা অর্থাৎ উপজেলা প্রতি ৫৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করেছে।

 অন্যদিকে বিশ্বব্যাংক জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরকে হ্যান্ডওয়াশিং বেসিনে ব্যবহারের জন্য সাবান, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ক্রয় বাবদ ২০০ কোটি টাকা অনুদান প্রদান করেছে।

#

হাসান/নাইচ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/২০৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২৯

**মোশাররফ হোসেনকে প্রধান করে আবরার হত্যা মামলার প্রসিকিউশন টিম গঠন**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

ঢাকা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ এ বিচারাধীন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবরার ফাহাদ হত্যা মামলা পরিচালনার জন্য তিন সদস্যের প্রসিকিউশন টিম গঠন করেছে আইন মন্ত্রণালয়।

প্রসিকিউশন টিমে এডভোকেট মোশাররফ হোসেন কাজলকে চিফ প্রসিকিউটর এবং এডভোকেট এহসানুল হক সমাজী ও এডভোকেট মো. আবু আব্দুল্লাহ ভূঞাকে স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে।

আজ বিকেলে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সলিসিটর অনুবিভাগ থেকে এ সম্পর্কিত আদেশ জারি করা হয়।

প্রসঙ্গত দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল আইন, ২০০২ এর ধারা ৬-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার আবরার ফাহাদ হত্যা মামলাটি দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ইতিপূর্বে ঢাকা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল-১ এ স্থানান্তরিত করেছে।

#

রেজাউল/নাইচ/রফিকুল/সেলিম/২০২০/১৯২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২৮

বেগম জিয়ার মুক্তিতে তথ্যমন্ত্রীর আশাবাদ

**প্রধানমন্ত্রীর মহানুভবতার কারণে বিএনপি নেতিবাচক রাজনীতি ছেড়ে সরকারের সাথে কাজ করবে**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

 তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির প্রেক্ষিতে বলেছেন, ‘আমরা আশা করবো, প্রধানমন্ত্রীর এই উদারতা ও মহানুভবতার কারণে বিএনপি নেতিবাচক এবং ধ্বংসাত্মক রাজনীতি থেকে ফিরে আসবে এবং করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সরকারের সাথে, আওয়ামী লীগের সাথে একযোগে জনগণের পাশে দাঁড়াবে।’

 আজ রাজধানীতে সচিবালয়ে তথ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে সচিবালয় বিটের সাংবাদিক প্রতিনিধিদের কাছে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ সামগ্রী হিসেবে মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার হস্তান্তরকালে মন্ত্রী একথা বলেন।

 মন্ত্রী বলেন, ‘আপনারা জানেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য পরিবারের পক্ষ থেকে সাক্ষাৎ করে আবেদন জানানো হয়েছিল। তার প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফৌজদারি কার্যবিধির ৪০১ ধারার উপধারা ১ অনুসারে তাঁর ক্ষমতাবলে বেগম জিয়ার সাজা ছয় মাসের জন্য স্থগিত করে তাঁকে মুক্তি দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।’

 মন্ত্রী বলেন, ‘আমি আশা করবো, সরকারের যে মহানুভবতা, বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে মহানুভবতায় বেগম জিয়ার সাজা স্থগিত করে তাঁর বয়স বিবেচনা এবং তাঁর পরিবারের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাঁকে মুক্তি দেয়া হয়েছে, আমি মনে করি এর ফলে দেশে তাঁরা যে নেতিবাচক রাজনীতি এবং সবকিছুতে না বলার যে সংস্কৃতি তারা লালন করে আসছিলেন এবং ‘পলিটিকস অভ্ ডিনায়াল’ এবং ‘পলিটিকস অভ্ কনফ্রনটেশন’র যে রাজনীতি তারা করে আসছিলেন, সেটির অবসান করবেন।’

 ‘বৈশ্বিক দুর্যোগ এই করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে তাদের (বিএনপি) পক্ষ থেকে অনেক ধরণের নেতিবাচক এমনকি বিদ্বেষভাবাপন্ন কথাবার্তাও বলা হয়েছে উল্লেখ করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘আমি আশা করবো যে, বেগম জিয়ার মুক্তির প্রেক্ষিতে এখন করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় তারা সরকারের সাথে, আওয়ামী লীগের সাথে, একযোগে জনগণের পাশে দাঁড়ানোর জন্য কাজ করবেন।’

 কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছেন উল্লেখ করে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘সরকারি ছুটি দেয়া হয়েছে এবং যানবাহন চলাচল সীমিত করা হয়েছে, গণপরিবহণ বন্ধ করা হয়েছে। এতে মানুষের চলাচল বন্ধ হলে করোনা ভাইরাস সংক্রমণটা রোধ হবে। অন্যান্য দেশ বিশেষ করে চীন, দক্ষিণ কোরিয়া তাদের অবস্থা নিয়ে তারা অনেকটা সফল হয়েছে। সেই কারণেই বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। আমরা আশা করি, আমাদের সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই মহাদুর্যোগ থেকে আমাদের দেশকে, বাংলাদেশের মানুষকে রক্ষা করতে পারবো।’

 ‘আগামী ১০ দিনের সাধারণ ছুটিতে সাংবাদিকতার কাজে আলাদা কোনো কার্ড বা পরিচয়পত্র প্রয়োজন হবে কি না’- সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি সাংবাদিকদের যে কার্ড আছে, সেটিই যথেষ্ট। যদি সাংবাদিকদের মিডিয়া হাউজ থেকে বলে দেয়া হয় তিনি অন-ডিউটি, তাহলে সেটিই যথেষ্ট। এটির জন্য আলাদা কার্ডের প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি না। কারণ একজন সাংবাদিক যখন অন-ডিউটি তখন তাকে সহায়তা করা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।’

#

আকরাম/মাহমুদ/রফিকুল/জয়নুল/২০২০/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২৭

**কোভিড-১৯ (করোনা ভাইরাস) সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

 ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC) এর আজ বিকাল ৫টা পর্যন্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এর তথ্যানুযায়ী গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন কারো দেহে করোনা ভাইরাস পাওয়া যায়নি। বাংলাদেশে বর্তমানে COVID-19 আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৩৯ জন। এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন মোট ৭ জন। এ রোগে মৃত্যুবরণ করেছে ৫ জন।

আজ সকাল ৮টার পূর্বের ২৪ ঘণ্টায় সারা দেশে ৬ হাজার ২শ’ ১৯ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে এবং ছাড়পত্র পেয়েছেন ২ হাজার ৯৭৭ জন। এছাড়া বর্তমানে দেশে হাসপাতালগুলোতে কোয়ারেন্টাইনে অবস্থানরত রোগীর সংখ্যা মোট ৫ জন।

করোনা ভাইরাস শনাক্তকরণের জন্য এ পর্যন্ত দেশে ৬ লাখ ৬৩ হাজার ৪ শত ২১ জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ৩ লাখ ২২ হাজার ১ শত ৭ জন, দু’টি সমুদ্রবন্দরে ৯ হাজার ৮ শত ৯৯ জন, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনে ৭ হাজার ২৯ জন এবং অন্যান্য চালু স্থলবন্দরসমূহে ৩ লাখ ২৪ হাজার ৩ শত ৮৬ জনকে স্ক্রিনিং করা হয়েছে।

 করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে ইতোমধ্যে সরকার নিম্নরূপ পদক্ষেপ নিয়েছে :

* আগামী ২৬ মার্চের সরকারি ছুটি এবং ২৭-২৮ মার্চের সাপ্তাহিক ছুটির সাথে ২৯ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল ২০২০ পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে এবং ৩ ও ৪ এপ্রিল ২০২০ সাপ্তাহিক ছুটির দিন এই বন্ধের সাথে সংযুক্ত থাকবে। কাঁচাবাজার, খাবার এবং ঔষধের দোকান, হাসপাতাল এবং জরুরি সেবার জন্য এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না।
* বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর্তৃক কোভিড-১৯ মোকাবিলায় জনস্বার্থে আইনের প্রয়োগ বিষয়ে একটি গণবিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন ২০১৮ এর বিভিন্ন ধারা, উপধারা প্রয়োজনে প্রয়োগ করা হতে পারে বলে গণবিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
* স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখার পরিচালনায় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দরসমূহে বিদেশ থেকে আগত সকল যাত্রীর তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে;
* সিঙ্গাপুর, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইতালিতে ও সৌদি আরবে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশি কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়েছেন।
* বিদেশ থেকে এসে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ অমান্য করায় ৯ জেলায় ১৭ জন প্রবাসীকে জরিমানা করা হয়েছে।
* সার্কভুক্ত দেশের সরকার প্রধানগণ করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার প্রয়াসে ভিডিও কনফারেন্স করেছেন।

#

তাসমীন/মাহমুদ/সঞ্জীব/সেলিম/২০২০/১৮৩৫ ঘণ্টা

Handout Number : 1126

**Ashud Ahmed appointed Ambassador to Greece**

Dhaka, 25 March:

 The Government has decided to appoint Ashud Ahmed, currently serving as the Ambassador of Bangladesh to Qatar, as the new Ambassador of Bangladesh to Greece.

 Ambassador Ashud Ahmed is a career foreign service officer belongs to 13th batch of Bangladesh Civil Service (BCS) Foreign Affairs cadre. In his distinguished diplomatic career, Ambassador Ahmed served in various capacities in Bangladesh Missions in New York, Colombo, Brussels and Hong Kong. At the headquarters, he worked in various capacities in different wings.

 Ambassador Ahmed obtained his Bachelor and Masters degree in International Relations from the University of Dhaka. He is married and blessed with two children.

#

EP wing/Mahmud/Sanjib/Joynul/2020/1840hours

Handout Number : 1125

**Jashim Uddin appointed Ambassador to Qatar**

Dhaka, March 25:

The Government has decided to appoint Md. Jashim Uddin, currently serving as the Ambassador of Bangladesh to Greece as the new Ambassador of Bangladesh to the State of Qatar.

Ambassador  Jashim Uddin, a career foreign service officer, belongs to 13th batch of Bangladesh Civil Service (BCS) Foreign Affairs cadre. In his distinguished diplomatic career, Ambassador Jashim served in various capacities in Bangladesh Missions in New Delhi, Tokyo, Washington DC and Islamabad.  At the headquarters, he worked in various capacities in different Wings including as Director General South Asia and East Asia & Pacific.

Ambassador Jashim obtained his Bachelor and Masters degree in International Relations from the University Dhaka, Bangladesh. He also obtained a Masters degree in Modern International Studies from University of Leeds in England. He completed NDC course from National Defense College in Dhaka in 2014. For innovative services Ambassador Jashim received as the head of Bangladesh Embassy in Athens the prestigious Bangladesh Public Administration Award in 2018. He is married and blessed with two children.

#

EP Wing/Mahmud/Rafiqul/Salim/2020/18.30 Hrs.

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২৪

**ছুটিকালীন গণমাধ্যম কর্মীদেরকে সহায়তা প্রদানের জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ**

**ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :**

 **স্বাস্থ্যসেবা, গণমাধ্যম-সহ অন্যান্য জরুরি কার্যাবলি সরকার ঘোষিত ছুটির আওতায় আসবে না।**

 **মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সরকারি এ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।**

 **ছুটিকালীন সময়ে গণমাধ্যম কর্মীদেরকে সহায়তা প্রদানের জন্য সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো যাচ্ছে।**

**#**

**মাহমুদ/অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/রফিকুল/আসমা/রেজাউল/২০২০/১৭৫৪ ঘণ্টা**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১১২৩

**করোনা মোকাবিলায় আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংককে পাশে থাকার অনুরোধ অর্থমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছেন, পুরো বিশ্ব সম্প্রদায় এখন একটি ক্রান্তিকাল পার করছে। করোনা ভাইরাসের কারনে আজ মানব সম্প্রদায়ের জীবন ও অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখীন হয়েছে। কোন দেশের একার পক্ষে এরকম একটি দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। তাই এই সংকটময় পরিস্থিতি মোকাবিলায় আইএমএফ এবং বিশ্বব্যাংককে পাশে থাকার অনুরোধ জানান। বাংলাদেশের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে তাদের বৃহত্তর সহযোগিতা নিশ্চিত করতেও অনুরোধ জানান তিনি।

আজ রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের এনইসি সম্মেলন কক্ষে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের সদর দপ্তরের সঙ্গে করোনা পরিস্থিতি এবং সহযোগিতা নিয়ে ভিডিও কনফারেন্সে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 দেশের করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী বলেন, করোনা সংক্রমণ রোধে এক মরিয়া পদক্ষেপ হচ্ছে লকডাউন, শাটডাউন এবং যোগাযোগ ব্যাহতকরণ। যা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অনিবার্যভাবে বিরূপ প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। বাংলাদেশও এর প্রভাব অনুভব করতে শুরু করেছে। আমরা উদ্বিগ্ন যে, COVID-19 সংকটটি আমাদের অর্থনীতিকে বহুমাত্রিক ক্ষতি করতে পারে। ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাট ডাউনের কারণে আমাদের প্রধান রফতানি পণ্য তৈরি পোশাকের চাহিদা হ্রাসে এ শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমাদের অবকাঠামো খাতের প্রকল্পগুলোতে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হচ্ছে। আমরাও উদ্বিগ্ন যে এই ভাইরাস মহামারিজনিত কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী বিদেশ থেকে ফিরে এসেছে বলে রেমিটেন্সের ওপরেও নেতিবাচক প্রভাব আসন্ন।

উল্লেখ্য যে,করোনাভাইরাস মোকাবেলায় বিশ্বব্যাংক ১৪ বিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক তহবিল গঠন করেছে। পাশাপাশি আক্রান্ত দেশগুলোর সহায়তার জন্য ৫০ বিলিয়ন ডলারের তহবিল ঘোষণা করেছে আইএমএফ, এই অর্থের মধ্যে ১০ বিলিয়ন ডলার পাবে স্বল্প আয়ের দেশগুলো। বাংলাদেশ বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ থেকে একটি বড় অংশ সহযোগিতা আশা করছে সামনের দিনগুলোতে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায়।

ভিডিও কনফারেন্সে আরো উপস্থিত ছিলেন এনবিআর চেয়ারম্যান আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম, অর্থ সচিব আব্দুর রউফ তালুকদার এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব ফাতিমা ইয়াসমিন। এছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংক এর গভর্নর ড. ফজলে কবির নিজ দপ্তর থেকে এ কনফারেন্সে যুক্ত ছিলেন।

#

তৌহিদুল/অনসূয়া/মামুন/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৫২২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২২

**এনার্জি ড্রিংক্‌সে ওপর বিভ্রান্তিকর বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না**

**ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :**

 **মাত্রাতিরিক্ত ক্যাফেইনযুক্ত এনার্জি ড্রিংক্‌সে বা শক্তিবর্ধক পানীয় মানব স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর বলে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউশন (বিএসটিআই)। সম্প্রতি বিএসটিআই কাউন্সিল এনার্জি ড্রিংক্‌স বা কার্বনেটেড বেভারেজ নামক পানীয়ের ওপর বিভ্রান্তিকর, আপত্তিকর এবং মনোলোভা বিজ্ঞাপন প্রচার ও প্রকাশ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ করেছে।**

#

রুজিনা/অনসূয়া/মামুন/গিয়াস/আসমা/২০২০/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২১

**স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

 টিভি স্ক্রলে প্রচার করার জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূল বার্তা :**

 ‘মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২৪ মার্চ প্রদত্ত প্রেস বিজ্ঞপ্তির ৪নং নির্দেশনা অনুসারে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার কর্তৃক ঘোষিত সাধারণ ছুটি চলাকালে ঔষধ/খাদ্য প্রস্তুত, ক্রয়-বিক্রয়সহ অন্যান্য শিল্পকারখানা/প্রতিষ্ঠান/বাজার/দোকানপাট নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় চলবে’।

#

মাসুম/অনসূয়া/মামুন/গিয়াস/আসমা/২০২০/১৫৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১১২০

**করোনা ভাইরাস মহামারীর প্রেক্ষাপটে ইসলামী বিধান অনুসরণের জন্য আলেমদের আহ্বান**

**ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :**

 **বিশ্বব্যাপী বিরাজমান করোনা ভাইরাস মহামারীর প্রেক্ষাপটে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে দুর্যোগকালীন সময়ে ইসলামের বিধি-বিধান অনুসরণের জন্য দেশের বিশিষ্ট আলেমগণ জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশনে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে তাঁরা জনগণের জন্য নিম্নরূপ পরামর্শ প্রদান করেছেন :**

করোনাভাইরাস সংক্রমণ রোধে এবং মানুষের ব্যাপক মৃত্যুঝুঁকি থেকে সুরক্ষার জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে সব ধরনের জনসমাগম বন্ধের পাশাপাশি মসজিদসমূহে জুমআ ও জামায়াতে সম্মানিত মুসুল্লিগণের উপস্থিতি সীমিত রাখতে দেশের বিশিষ্ট আলেমগণ আহ্বান জানিয়েছেন।

মসজিদ বন্ধ থাকবে না জানিয়ে করোনাভাইরাস সংক্রমণ হতে সুরক্ষা নিশ্চিত না হয়ে মসজিদে গমন না করার জন্য তাঁরা মুসল্লীদের প্রতি পরামর্শ দিয়েছেন। সরকার ও বিশেষজ্ঞগণ সতর্কতার জন্য যেসব নির্দেশনা প্রদান করছেন তা মেনে চলার জন্য জনগণকে অনুরোধ জানান। অপরাধমূলক কাজকর্ম থেকে বিরত হয়ে ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার জন্যও তাঁরা অনুরোধ জানান।

 **বৈঠকে আল-হাইআতুল উলয়া লিল জামি’আতিল কওমিয়া বাংলাদেশের কো-চেয়ারম্যান আল্লামা আব্দুল কুদ্দুস, মারকাযুত দাওয়ার শিক্ষাসচিব মুফতি মুহাম্মদ আবদুল মালেক, শায়খ যাকারিয়া (র.) ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারের মহাপরিচালক মুফতি মীযানুর রহমান সাঈদ, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মাওলানা ‍মিজানুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুফতি মাওলানা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, তেজগাঁও জামেয়া ইসলামিয়ার শায়েখুল হাদিস ড. মাওলানা মুশতাক আহমদ, বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের পেশ ইমাম মুফতি মুহিব্বুল্লাহিল বাকী নদভী, পেশ-ইমাম মাওলানা মহিউদ্দিন কাসেম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মুহাদ্দিস মুফতি ওয়ালিয়ুর রহমান খান এবং মুফসসির ও মাওলানা আবু ছালেহ পাটোয়ারিসহ বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ও মুহতামিম এবং মসজিদের খতিবগণ উপস্থিত ছিলেন।**

#

অনসূয়া/পরীক্ষিৎ/মামুন/গিয়াস/আসমা/২০২৬/১৫৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১১১৯

**করোনা ভাইরাস বিস্তার রোধে সাধারণ ছুটি সংক্রান্ত জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন জারি**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

 দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর সংক্রমণ ও বিস্তার প্রতিরোধকল্পে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আগামী ২৬ মার্চ ২০২০ খ্রি. তারিখের সরকারি ছুটি এবং ২৭-২৮ মার্চ ২০২০ খ্রি. তারিখের সাপ্তাহিক ছুটির সাথে ২৯ মার্চ হতে ২ এপ্রিল ২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হলো। ৩ ও ৪ এপ্রিল ২০২০ খ্রি. তারিখ সাপ্তাহিক ছুটির দিন এ ছুটির সাথে সংযুক্ত থাকবে। কাঁচা বাজার, খাবার, ঔষধের দোকান, হাসপাতাল এবং জরুরি পরিসেবার (বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, ফায়ার সার্ভিস, পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, টেলিফোন ও ইন্টারনেট ইত্যাদি) ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে না। জরুরি প্রয়োজনে অফিসমূহ খোলা রাখা যাবে। প্রয়োজনে ঔষধশিল্প ও রপ্তানিমুখী শিল্প কলকারখানা চালু রাখতে পারবে।

 জনগণের প্রয়োজন বিবেচনায় ছুটিকালীন বাংলাদেশ ব্যাংক সীমিত আকারে ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে।

 গতকাল মঙ্গলবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করে।

#

অনসূয়া/মামুন/গিয়াস/শামীম/২০২০/১৩৩৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১১১৮

**র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ মার্চ র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) এর ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) এর ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সকল সদস্যকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। দেশমাতৃকার কল্যাণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনে র‌্যাবের যে সকল বীর সদস্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাঁদের আত্মার মাগফেরাত ও শান্তি কামনা করছি।

 প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ, পেশাদারিত্ব, সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে র‌্যাব দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির টেকসই উন্নয়ন ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দুর্নীতি ও অরাজকতার বিরুদ্ধে আমাদের সরকারের দৃপ্ত অঙ্গীকারের সফল ও সার্থক বাস্তবায়নে দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় এনে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি বিধানের লক্ষ্যে র‌্যাবের কর্মতৎপরতা প্রশংসনীয়। এছাড়া বিশ্ব ঐতিহ্যের অনন্য নিদর্শন সুন্দরবন ও তৎসংলগ্ন জনপদসমূহকে সন্ত্রাসমুক্ত করে দস্যুদের আত্মসমর্পণপূর্বক স্বাভাবিক জীবনধারায় প্রত্যাবর্তনের পথ সুগম করার ক্ষেত্রে এ বাহিনী অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

 দুর্নীতি, জঙ্গিবাদ, ধর্মীয় মৌলবাদী বিষবৃক্ষের মূলোৎপাটন, অবৈধ মাদক, আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার ও বাণিজ্য নির্মূলকরণ, নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা দমন, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেজাল খাদ্যদ্রব্য এবং মানহীন, নকল ও অবৈধ ঔষধের বাণিজ্য প্রতিহতকরণ, প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধকরণসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অপরাধের বিরুদ্ধে অবিরত অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে সামগ্রিক অপরাধ দমনে র‌্যাব কার্যকর ভূমিকা রাখছে। অপরাধমুক্ত প্রগতিশীল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে র‌্যাব কাজ করে যাচ্ছে। র‌্যাবের আধুনিকায়ন, সম্প্রসারণ ও গুণগত উৎকর্ষতা সাধনে আমরা গ্রহণ করেছি বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা।

 আমি আশা করি, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবন লালিত স্বপ্ন অসাম্প্রদায়িক, উন্নত ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ বিনির্মাণে র‌্যাব তার আগামীর অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবে।

 আমি র‌্যাব এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/গিয়াস/শামীম/১৩৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১১১৭

**র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৬ মার্চ র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) এর ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “র‌্যা‌পিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব) এর ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আমি র‌্যাব এর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

 র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন জন্মলগ্ন থেকে পেশাদারিত্ব, দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়ন, জনমানুষের নিরাপত্তা বিধান ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণে প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করে আসছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় জনগণের আস্থা ও নির্ভরতার প্রতীক হিসেবে এ বাহিনী ইতোমধ্যে জনমনে সুদৃঢ় অবস্থান তৈরিতে সক্ষম হয়েছে। আমি বিভিন্ন সময়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আত্মোৎসর্গকারী বীর র‌্যাব সদস্যদের গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

 বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের এক অপার বিস্ময়। পরিবর্তনশীল বিশ্ব প্রেক্ষাপটের সাথে তাল মিলিয়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সরকার রূপকল্প ২০২১, ২০৪১ সহ নানামুখী দূরদর্শী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সুফল সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হলো কার্যকর আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা নিশ্চিত করা। দেশব্যাপী মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা, সন্ত্রাসী ও গুরুতর অপরাধীদের গ্রেফতার, জঙ্গী ও চরমপন্থীদের মূলোৎপাটন, অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার, দুর্নীতিবিরোধী অভিযানসহ সামাজিক ও নৈতিক অবক্ষয় প্রতিরোধে গৃহীত নানা পদক্ষেপের মাধ্যমে র‌্যাব ইতোমধ্যে অভাবনীয় সাফল্য ও সুনাম অর্জন করেছে। সুন্দরবনে জলদস্যু বিরোধী অভিযান এবং আত্মসমর্পণকারী জলদস্যুদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে র‌্যাব উপকূলীয় এলাকায় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও মানুষের জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

 প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে অপরাধীরাও তাদের অপরাধ সংগঠনের ধরণ ও কৌশলে পরিবর্তন এনেছে। এসব অপরাধ মোকাবিলায় র‌্যাব সদস্যদের আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে দক্ষ হতে হবে। র‌্যাব এর সকল সদস্য দেশের সংবিধান এবং প্রচলিত আইন ও বিধি মোতাবেক মৌলিক অধিকার ও গণতন্ত্রকে সমুন্নত রেখে সততা, নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে জনগণকে সেবা প্রদান করবে -এটাই সকলের প্রত্যাশা।

 আমি র‌্যাব এর উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সফলতা কামনা করছি।

 জয় বাংলা

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/মামুন/শামীম/২০২০/১৩০১ ঘণ্টা

Handout Number : 1116

**Prime Minister's message on the great Independence and National Day of Bangladesh**

Dhaka, 25 March :

 Prime Minister Sheikh Hasina has given the following message on the occasion of the great Independence and National Day of Bangladesh:

 "I extend my heartiest greetings to the countrymen and expatriate Bangladeshis on the occasion of the great Independence and National Day of Bangladesh.

 The 26 March is the day of establishing self-identity of our nation. It’s the day of breaking the shackles of subjugation. On this Independence Day, I recall with deep gratitude the Greatest Bangalee of all times. Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, under whose undisputed leadership we have earned our coveted independence. I pay my tributes to four national leaders who steered the War of Liberation in the absence of Bangabandhu. I also pay my deep homage to the three million martyrs and two lakhs dishonored women of the War of Liberation. My homage goes to all the valiant freedom fighters including the wounded ones. I extend my sympathies to those who had lost their near and dear ones, and were subjected to brutal torture during the Liberation War. I recall with gratitude our foreign friends who had extended their whole-hearted support and cooperation for the cause of our liberation.

 Marking the birth centenary of the Father of the Nation ‘Mujib Year’ is being celebrated from March 2020 to March 2021. Bangabandhu’s birth centenary celebration has been started on 17 March. Along with Bangladesh, Mujib Year is being celebrated globally with the initiative of the UNESCO.

 The Bangalee nation had fought against oppression and deprivation of Pakistani rulers for long 23 years under the leadership of Bangabndhu. They were compelled to hold General Election in 1970. Bangladesh Awami League led by Bangabandhu won absolute majority in the election. But the Pakistani rulers adopted repressive measures instead of handing over power to the majority party in a democratic way. Calling for independence at the then ReceCourse Ground on 7 March 1971 Bangabandhu declared: 'The struggle this time is the struggle for our emancipation; the struggle this time is the struggle for independence, Joi Bangla.' He instructed the Bangalee Nation to resist the enemies.

 The Pakistani occupation forces unleashed a sudden attack and started killing innocent and unarmed Bangalees on the fateful night of 25 March 1971. They killed thousands of people in cities and towns including Dhaka. Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman formally proclaimed the independence of Bangladesh at the first hour of 26 March 1971. Bangabandhu’s proclamation was spread all over the country through telegrams, tele-printers and EPR wireless. The international media also had circulated Bangabandhu’s proclamation of Independence. Under the brave and dauntless leadership of Bangabandhu, the ultimate victory was attained on 16 December 1971 after a 9-month of bloody war.

 Continued

-2-

 The independence earned through supreme sacrifices of millions of people is the greatest achievement of Bangalee Nation. To ensure that this achievement remains meaningful, all have to know the true history of our great Liberation War and retain the spirit of independence. The spirit of the Liberation War has to be passed on from generation to generations.

 Being imbued with the spirit of the freedom struggle, the Awami League government has relentlessly been working to develop the country since 2009. We have been accomplishing the unfinished tasks of the Father of the Nation. Bangladesh had achieved outstanding socio-economic progress in the last 11 years. It has fulfilled the requirements for graduating from least developed country to developing one. Our government is maintaining ‘zero tolerance’ policy to tackle militancy, terrorism and drug-menaces. For the first time in the world, we have formulated a 100-year plan named ‘Delta Plan 2100’. Bangladesh is one of the five top countries in the world in economic development. Ninety percent of development works are financed from our own resources. By establishing the rule of law, we have executed the verdicts of the trial of the killers of Bangabandhu. As per our pledges to the people the trials of war criminals are going on and verdicts are being executed. People are now getting benefits of development as Awami League has continuously been in power for third consecutive time. Bangladesh is moving forward and it will go on. Today we have become a self-respecting country in the world holding our heads high.

 By implementing our ‘Vision-2021’, ‘Vision-2041’ and ‘Delta Plan-2100’, we have been working relentlessly to build a hunger-poverty-free developed-prosperous Bangladesh as envisioned by the Father of the Nation. Let us unite in the spirit of the Great War of Liberation and maintain the continuation of development and democracy by facing any sort of conspiracy. Let us transform Bangladesh into a safe and peaceful home for our next generation-this should be our firm commitment on the Independence Day.

 Joi Bangla, Joi Bangabandhu

 May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Anasuya/Gias/Shamim/2020/11.46 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১১১৫

**মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

 প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

 “মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশের সকল নাগরিক এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

 ২৬ মার্চ আমাদের জাতির আত্মপরিচয় অর্জনের দিন। পরাধীনতার শিকল ভাঙ্গার দিন। এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্বে আমরা অর্জন করেছি মহান স্বাধীনতা। শ্রদ্ধা জানাই জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধে ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। সম্মান জানাই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাসহ সকল মুক্তিযোদ্ধাদেরকে। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, নির্যাতিত হয়েছেন তাঁদের প্রতি জানাচ্ছি গভীর সমবেদনা। কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সকল বন্ধুরাষ্ট্র, সংগঠন ও ব্যক্তির প্রতি, যাঁরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অকৃপণ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

 জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মার্চ ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ সময়কে ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করা হয়েছে। ১৭ মার্চ মুজিবর্ষের অনুষ্ঠানমালা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশের পাশাপাশি ইউনেস্কোর উদ্যোগে বিশ্বব্যাপী পালিত হচ্ছে ‘মুজিববর্ষ’।

 বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি দীর্ঘ ২৩ বছর পাকিস্তানি শাসকদের নিপীড়ন এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই করে। তারা বাধ্য হয় ১৯৭০ সালে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের। নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠি গণতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে উল্টো নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে ঘোষণা করেন, ‘এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, জয় বাংলা’। তিনি বাঙালি জাতিকে শত্রুর মোকাবিলা করার নির্দেশ দেন।

 পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ কালরাতে অতর্কিতে নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। ঢাকাসহ দেশের শহরগুলোতে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা টেলিগ্রাম, টেলিপ্রিন্টার ও তৎকালীন ইপিআর-এর ওয়ারলেসের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমেও এই ঘোষণা প্রচারিত হয়। জাতির পিতার নির্দেশে পরিচালিত ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধে অবশেষে ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

 লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ অর্জন। এই অর্জনকে অর্থবহ করতে সবাইকে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস জানতে হবে, স্বাধীনতার চেতনাকে ধারণ করতে হবে। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পৌঁছে দিতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

 ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার গঠন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমরা আজ জাতির পিতার অসমাপ্ত কাজগুলো বাস্তবায়ন করছি। গত ১১ বছরে আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও মাদক নির্মূলে আমাদের সরকার ‘জিরো টলারেন্স’ নীতিতে কাজ করে যাচ্ছে। আমরাই বিশ্বে প্রথম শত বছরের ‘ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ বাস্তবায়ন শুরু করেছি। অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশ্বের ৫টি দেশের একটি বাংলাদেশ। উন্নয়নের ৯০ ভাগ কাজই নিজস্ব অর্থায়নে করছি। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে জাতির পিতার হত্যাকারীদের বিচার সম্পন্ন করেছি। জনগণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য পরিচালনা করছি, বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। আওয়ামী লীগ একটানা সরকারে থাকার ফলে জনগণ আজ উন্নয়নের সুফল পাচ্ছে। বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। আমরা আজ আত্মমর্যাদাশীল দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উুঁচু করে দাঁড়িয়েছি।

 রূপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ এবং ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আসুন, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে যে কোনো ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে দেশের উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা রক্ষা করি এবং বাংলাদেশকে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি নিরাপদ-শান্তিপূর্ণ আবাসভূমিতে পরিণত করি মহান স্বাধীনতা দিবসে এই হোক আমাদের সুদৃঢ় অঙ্গীকার।

 জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/অনসূয়া/গিয়াস/শামীম/১১.৩১ ঘণ্টা

Handout Number : 1114

**President's message on the great Independence and National Day**

Dhaka, 25 March:

 President Md. Abdul Hamid has given the following message on the occasion of the great Independence and National Day:

"Today is 26 March, the Independence Day of Bangladesh. On the occasion of our great Independence and National Day, I extend my heartfelt greetings and warm felicitations to my fellow countrymen living at home and abroad.

On this historic day, I remember with profound respect the architect of our independent Bangladesh, Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. I pay my deep homage to the millions of martyrs who made supreme sacrifice in the war of liberation. I also recall with deep reverence our four National Leaders, valiant freedom-fighters, organizers, supporters, our foreign friends and people from all walks of life who made immense contributions to attain our right to self-determination and the war of liberation. Their contributions to the history of our independence would be written in golden letters forever.

We have achieved our hard-earned independence through huge sacrifices. Bangabandhu always cherished a dream of building a happy and prosperous country along with attaining political emancipation. Keeping that in mind, the present Government has been rendering untiring efforts in materializing the dream of Bangabandhu. Today, Bangladesh is moving towards the highway of development at a tremendous pace. We have achieved enormous success in various areas of socio-economic development including poverty alleviation, education, health, human resources development, women empowerment, reduction of child and maternal mortality rates, elimination of gender discrimination and increase in average life expectancy. Rate of poverty has been dropped. High growth of GDP is continuing. Per capita income has tripled over the past decade. The construction of the Padma Bridge is also going on in full swing by our own resources. The Ruppur Nuclear Power Plant is underway. Bangladesh has been able to surpass herself not only the neighbouring countries of South Asia but also many developed countries in terms of various indicators of socio-economic development. We are dreaming of a developed Bangladesh by the year 2041. Initiative has been taken up to frame the 'Second Perspective Plan' spanning from 2021 to 2041 in this regard. The Delta Plan 2100 has been formulated in order to achieve the status of a prosperous and developed country combating the long-term challenges for sustainable water, climate, environment and land system. With the continuation of development process, Bangladesh will raise its position high in the world as a prosperous country by 2041, insha Allah.

Continued

-2-

In pursuing our diplomatic objectives, the government has been consistent in upholding the principle of "Friendship to all, malice towards none" as enunciated by Father of the Nation. Our achievement in the international arena, including the establishment of world peace, is also commendable. Our expatriate Bangladeshis have also been making significant contributions to our national economy by sending their hard-earned remittances. Nevertheless, we have to go a long way towards achieving the desired goal of independence. We must be ensured good governance, social justice, transparency and accountability to make the development people-oriented and sustainable. Forbearance, human rights and rule of law have to be consolidated for institutionalizing democracy. National Parliament will have to make as the centre of hopes and aspirations of the people. For this, the ruling party as well as the opposition would have to play a constructive role in the parliament.

Bangabandhu is the source of eternal inspiration for the Bangali nation. This year, the government has declared 'Mujib Year' to celebrate the birth centenary of Bangabandhu in a befitting manner. Being imbued with the spirit of the liberation war let it be the pledge in 'Mujib Year' to turn our country into 'Sonar Bangla' by completing the unfinished tasks of Bangabandhu. The golden jubilee of our independence will be observed in 2021 with great enthusiasm. Bangladesh will enter into a new chapter-a new horizon. With the concerted efforts of all, let our beloved motherland be a poverty-free developed one; it is my expectation on Independence Day.

 Khoda Hafez, May Bangladesh Live Forever."

#

Hasan/Anasuya/Gias/Shamim/2020/11.20 hours

তথ্যবিবরণী নম্বর: ১১১৩

**মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১১ চৈত্র (২৫ মার্চ) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ ২৬ মার্চ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান
করেছেন :

 “আজ ২৬ মার্চ, মহান স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীসহ প্রবাসী বাংলাদেশিদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

 ঐতিহাসিক এই দিনে আমি পরম শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের, যাঁদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি জাতীয় চার নেতা, বীর মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক-সমর্থক, বিদেশি বন্ধুসহ সকল স্তরের জনগণকে, যাঁরা আমাদের অধিকার আদায় ও মুক্তিসংগ্রামে অসামান্য অবদান রেখেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে তাঁদের অবদান চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ থাকবে।

 অনেক ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত আমাদের মহান স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধু সবসময় রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি একটি সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখতেন। তাঁর সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ উন্নয়নের মহাসড়কে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। দারিদ্র্যবিমোচন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। দারিদ্র্যের হার কমছে। জিডিপির ধারাবাহিক উচ্চ প্রবৃদ্ধি হার অব্যাহত রয়েছে। গত এক দশকে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে তিনগুণ। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মাসেতুর নির্মাণ কাজও পুরোদমে এগিয়ে যাচ্ছে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ নিরবচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে বাংলাদেশ শুধু দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশি দেশগুলোই নয়, অনেক উন্নত দেশকেও ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। আমরা ২০৪১ সালে একটি উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখছি। এ জন্য ‘দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১’ প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পানি, জলবায়ু, পরিবেশ ও ভূমির টেকসই ব্যবস্থার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’। টেকসই উন্নয়নের এ অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকলে ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে, ইনশাআল্লাহ।

 ‘সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে বৈরিতা নয়’- বঙ্গবন্ধুর এ আদর্শ অনুসরণে আমাদের পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত হচ্ছে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাসহ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও আমাদের অর্জন প্রশংসনীয়। প্রবাসী বাংলাদেশিরাও তাঁদের কষ্টার্জিত রেমিটেন্স প্রেরণের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে বিপুল অবদান রেখে চলেছেন। এতদসত্ত্বেও স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জনে আমাদের আরো অনেক দূর যেতে হবে। উন্নয়নকে জনমুখী ও টেকসই করতে সুশাসন, সামাজিক ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পরমতসহিষ্ণুতা, মানবাধিকার ও আইনের শাসন সুসংহত করতে হবে। জাতীয় সংসদকে পরিণত করতে হবে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রবিন্দুতে। এ জন্য সরকারি দলের পাশাপাশি বিরোধীদলকেও গঠনমূলক ভূমিকা পালন করতে হবে।

 বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। এ বছর বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে সরকার ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণা করেছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে দেশকে সোনার বাংলায় পরিণত করাই হোক মুজিববর্ষে সকলের অঙ্গীকার। বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় ২০২১ সালে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপিত হবে। বাংলাদেশ প্রবেশ করবে নতুন অধ্যায়ে, নব দিগন্তে। এই সন্ধিক্ষণে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত উন্নত দেশে পরিণত হোক, মহান স্বাধীনতা দিবসে- এ আমার প্রত্যাশা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক”।

#

হাসান/অনসূয়া/গিয়াস/শামীম/২০২০/১১.৩৫ ঘণ্টা